4-11-1933

सावित्री

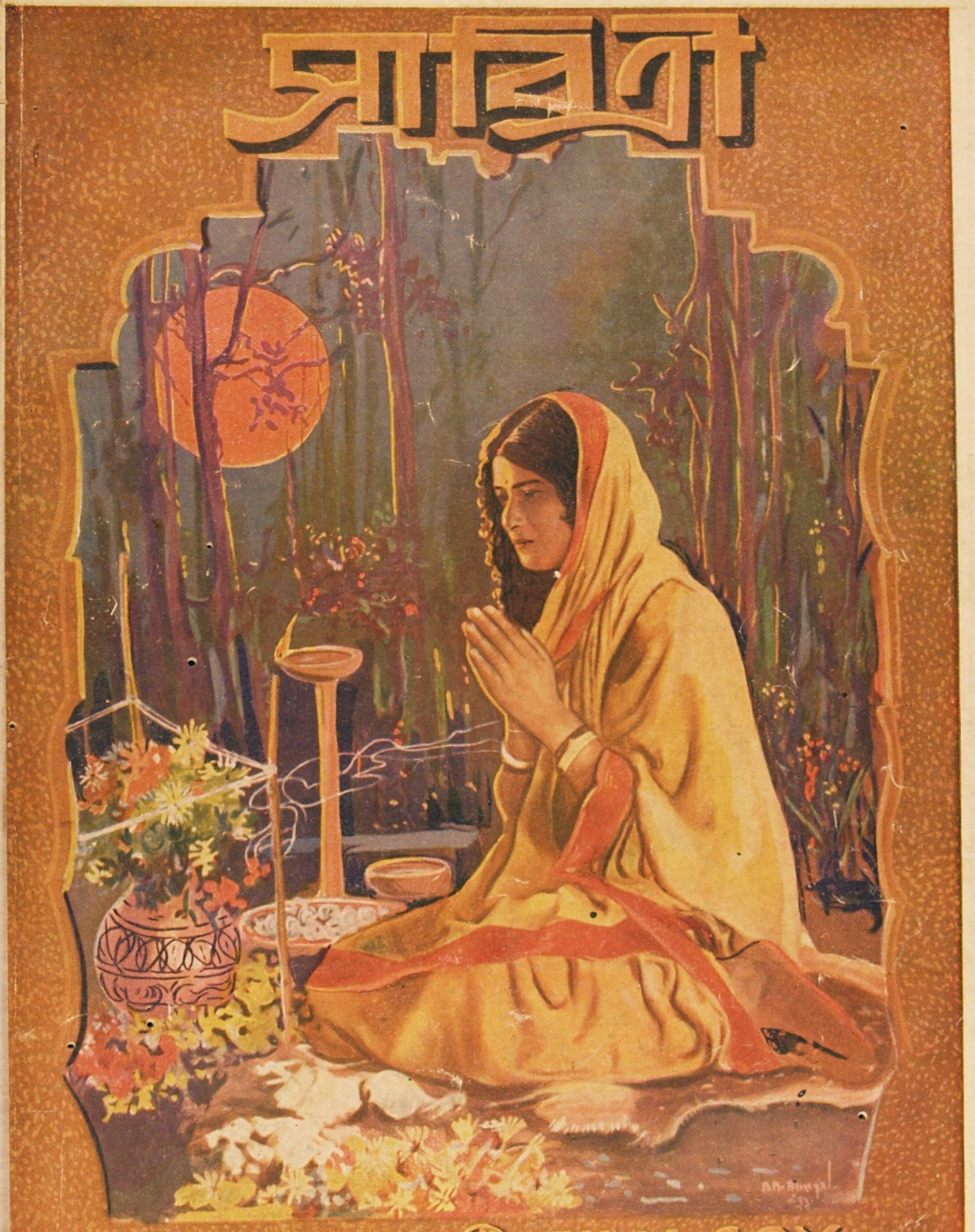

EAST INDIA FILM COY

বি, এল্, খেমকার
তত্ত্বাবধানে

❋ সাবিত্রী ❋

সবাক ! — সগীত !!

কথাশিল্পী—	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রযোজক—	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
আলোকচিত্র-শিল্পী -	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস
সহকারী ,,	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস
শব্দযন্ত্রী—	মিঃ আর, সি, উইলম্যান
সহকারী ,, —	শ্রী সি, এস্, নিগম্
সুরশিল্পী—	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)
সম্পাদক —	শ্রীমধু বর্ম্মণ

ভূমিকা-লিপি

সাবিত্রী	—	শান্তি গুপ্তা
শৈব্যা	—	তারাসুন্দরী
জয়া	—	রাজলক্ষ্মী
মালবী	—	লীলা মুখোপাধ্যায়
দ্যুমৎসেন	—	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)
সত্যবান্	—	জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
চোলরাজ	—	যোগেশ চৌধুরী
চিত্ররথ	—	রবি রায়
অশ্বপতি	—	সন্তোষ সিংহ
নারদ	—	রঞ্জন রায়
যম	—	বিজয়কার্ত্তিক দাস প্রভৃতি

Recorded on

R. C. A HIGH FIDELITY PHOTOPHONE SYSTEM

AN E. I. F. SUPER-PRODUCTION

SOLE DISTRIBUTORS:

Rai Bahadur Seth Hurdutroy Motilall Chamria

178, Harrison Road, Calcutta.

SAVITRI

THE STORY.

Once upon a time there reigned over the kingdom of Madr
Aswapati, who had no children. He prayed to the Gods in all austerit
with all the yearnings of a fond heart, and the Gods granted him the boo
in the shape of a child—the desire of his heart a daughter, whom h
named Savitri.

Days, months, years rolled by and Savitri grew —an ideal Princess—and many a heart of Kings and Princes of the neighbouring kingdoms fluttered.....
.....but in vain! They *dared not* approach Savitri—her beauty repelled them—it was so glaring!

Aswapati to
Savitri—"Go, a
find a man of t
heart".....

And Savit
went out, wit
her maidens a
started roami
from count
to count
seeking for a m
of her heart—
fit comrade,—
ideal husband
.....
.....

And while the heart of Savitri grew weary of rejected suitors, s
came upon an Asram—the Asram of Basistha and there found Satyaba
the son of blind Dyumatsen—once a reigning King, but now, dethron
and deprived of his Kingdom, a hermit in the Asram.

Savitri returned home and told her father that Satyaban is the man he had chosen, but the Heavens ordained that Satyaban would die within one year.....

Savitri would not change her mind for she had given her heart to Satyaban.

And amidst the tears of a nation Savitri married Satyaban.

Satyaban says—"Why have you married me—a poor woodcutter in the forest and brought on you poverty and sufferings?"

Savitri says—"Because I love you, Satyaban. And does not a wife share the troubles and tribulations of her husband?".....

Then came the day, when it was writ—the day of Satyaban's death. Satyaban went out into the forest to cut wood.....and Savitri went with him.....

The deep forest.....dark.....the shadows lengthened as the Sun moved down towards the horizon.....deep enshrouding shadows.....a shriek.....Satyaban fell upon the ground.....dead.

Savitri saw standing by the dead body of her husband..... Death.....Yama.....stern and true, the Fate Inevitable.....

But the love of Savitri fought for the life of her husband—fought against the Fate Inevitable and she conquered.....

সাবিত্রী

সত্যযুগের কথা।—

মদ্র দেশের রাজা অশ্বপতি—যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনি প্রতাপ—পাশে তরুণী রাণী মালবী—তবু মনে সুখ নাই! মহারাজ নিঃসন্তান।

সন্তান-কামনায় মহারাজ বিরাট তপস্যায় রত হলেন। একদিন দৈববাণী শুনলেন,—তোমার তপে তুষ্ট হয়েছি, রাজা। সন্তান পাবে। পুত্র নয়, কন্যা! সে কন্যার জন্মে ধরণী ধন্য হবে

মহারাজ অশ্বপতি কন্যা লাভ কর্‌লেন—কন্যার নাম রাখ্‌লেন সাবিত্রী।

দিনে দিনে সাবিত্রীর বয়স বাড়্‌তে লাগলো—রূপে-গুণে সাবিত্রী অপরূপা হয়ে উঠ্‌লেন।

ক্রমে তাঁর বয়স হলো ষোল বৎসর। তখন রাজা-রাণী পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন পাত্র আর মেলে না! তরুণ রাজপুত্রের দল সাবিত্রীর নাম শুনে তাঁর উদ্দেশে নতি জানান বিবাহ-সভায় আস্‌তে চান না।

রাজা-রাণীর দারুণ দুশ্চিন্তা! উপায়? শেষে একদিন মহারাজ অশ্বপতি সাবিত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—তুমি মা বরান্বেষণে যাত্রা করো। যে পাত্র তোমার পছন্দ হবে, তাঁর হাতেই তোমা সমর্পণ কর্‌বো।

মহা-সমারোহে সাবিত্রী বরান্বেষণে যাত্রা কর্‌লেন—সঙ্গে চল্‌লেন বৃদ্ধ মন্ত্রী, সওয়ার, প্রহ অনুচর, সখীর দল। তাঁরা বহু দেশ ঘুর্‌লেন,—কোথাও মনোমত পাত্র মিল্‌লো না।

অবশেষে তপোবনের পথে যাত্রা করে সাবিত্রী এলেন বশিষ্ঠাশ্রমে। এইখানে রাজ্যহা অন্ধ শাল্বরাজ দ্যুমৎসেন বাস কর্‌ছিলেন—সঙ্গে সাধ্বী পত্নী শৈব্যা, আর তরুণ তাপস পুত্র সত্যবান মা-বাপের সেবায় সত্যবান্ জীবন উৎসর্গ করেছেন—তা'ছাড়া তাঁর বাহু-বলে বন নিরুপদ্রব।

অনুচরদের দূরে রেখে সাবিত্রী তপোবন দেখ্‌তে এলেন; রাজর্ষি দ্যুমৎসেন আর মহারা শৈব্যার আদরে স্নেহে মুগ্ধ হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় সখী চিত্রাকে ডেকে সাবিত্রী বল্‌লেন,—আর্য্য মন্ত্রীকে বল্ চিত্রা, আ রাজধানীতে ফির্‌বো।

সখী চিত্রা সবিনয়ে বল্‌লেন,—পাত্র মিল্‌লো না—এখনি রাজধানীতে ফির্‌বে কি, রাজকন্যা!

সাবিত্রী বল্‌লেন,—তুই আয়োজন করতে বল্ চিত্রা—আমি ফির্‌বো।

সেই ব্যবস্থা হলো। সাবিত্রী রাজ্যে ফির্‌লেন। সভায় তখন দেবর্ষি নারদ উপস্থিত—াবিত্রীর ভ্রমণ-কাহিনী শুনে তিনি বল্‌লেন,—সত্যবান্‌কেই তুমি পাত্র মনোনীত করেছ?

সাবিত্রী সলজ্জভাবে জানালেন—তাই!

নারদ বল্‌লেন, ার্ব্বগুণে গুণময় লেও সত্যবান্ ল্পায়ু। আজ হতে একবৎসর পূর্ণ হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা-তুর্দ্দশীর রাত্রে তৃতীয় প্রহরে তার ত্যু নিশ্চিত।

মহারাজ অশ্বপতি ঁউরে উঠ্‌লেন—ন্যাকে বল্‌লেন—তুমি অন্য পাত্র ম্বর করো মা! জনে শুনে স্বল্পায়ু াত্রের হাতে তামায় কি বলে মর্পণ করি!

অটল তেজে সাবিত্রী বল্‌লেন,—মনে মনে তাঁকে যখন একবার আমি পতিত্বে বরণ করেছি, তখন স্বল্পায়ু হলেও এই সত্যবান্‌ই আমার স্বামী!

মহারাজ অধীর দৃষ্টিতে দেবর্ষির পানে চাইলেন। দেবর্ষি বল্‌লেন,—প্রেমের নিষ্ঠা, মহারাজ! তার শক্তি সামান্য নয়। ছোট্ট ইঙ্গিত! এ ইঙ্গিত সাবিত্রীর মনে গাঁথা রইলো।

বিবাহ হলো। রাজকন্যা রত্নভূষণ খুলে ফেলে গৈরিকে দেহ ভূষিত কর্‌লেন—আজ তিনি াজকন্যা নন, তাপসের পুত্রবধূ!

তাঁর সেবায়, তাঁর গুণে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যেন নূতন প্রাণ পেলেন! আর সত্যবান্? তাঁর ক দুলে উঠ্‌তো! সাবিত্রী কলস ভরে' গিরি-নদী থেকে জল আনেন, বনে কাঠ কাটেন,—

সাবিত্রী

গান

(১)

নান্দী।
ওমা সেই গহন বনে রাতের ঘন অন্ধকারে
প্রাণের স্বজন বক্ষে—মরণ এলো দ্বারে!
দেখি রুদ্র বরণ, রক্ত আঁখি, কঠিন মতি—
মাগো তুই শঙ্কাহীনা, জ্যোতির্ম্ময়ী, জাগলি সতী!
দেখি সে দীপ্ত তেজে স্তব্ধ চরণ মরণ হারে।
অতীতের এ গল্প-কথা নয় মা, জানি,
ভারত আজো স্মরণ করে অমর বাণী,
তোমায় নতি জানায় সতী, ছন্দ-হারে।

(২)

সাবিত্রী।
নিত্য দিনের ঐ সে আকাশ
অরুণ-রাঙা আলোয় আলো!
দখিণ হাওয়ায় পরশ-তুলি
প্রাণে কি এ রঙ বুলালো
বকুল-চাঁপার গন্ধে দোলে, দোলে ছায়া,
পাখীর গানে আবেশ-ভরা বিভল মায়া—
বসন্ত তার বীণার সুরে
প্রাণ দুলালো গো
আমার মন ভুলালো!

(৩)

সখী।
মোরা বলতে পারি মনের কথা
অধর-কোণে হাসি দেখে
যেথা সেথা বেড়াই ঘুরে
সবার পানে নয়ন রেখে!
চাও যাহারে মনে মনে,
বলতে পারি, সে কোন্ বনে
বেড়ায় কিসের স্বপন বুনি
ফুলের রেণু গায়ে মেখে

(৪)

দ্যুমৎসেন।
জাগো জাগো হে অন্ধ নয়নে
নির্ব্বাণ-দীপ জ্বালো
দেহ অন্তরে শুভ চেতনা,
জগত-প্রকাশ আলো
সমীরে শিখায়ে দিয়েছ যে গীতি,
মুক্তির গাথা গেয়ে যায় নিতি—
জ্যোতির বারতা আনে তব রবি
ঘুচায়ে তমস-কালো

(৫)

সখী।
চলো সখী, চলো এই ফাগুন-বায়ে,
পুষ্পিত ঘন-বন-পল্লব-ছায়ে।
করো চারু উজ্জ্বল ভূষণ সজ্জা,
দাও রূপ-জ্যোসনায় চন্দ্রে লজ্জা।
মঞ্জীর-রাবে চলো রঞ্জিত পায়ে।

(৬)

দ্যুমৎসেন।
জগত-জন-স্বজন-পালন বিতত-রশ্মিজাল
হে দেব সূর্য্য ভুবনপূজা, জ্বলজ্বল টীকা ভাল।
দিব্য-জ্যোতি তামস হরণ, হিংসা-দ্বেষ
কলুষ-বারণ,
দীপ্ত-হরিত-অশ্ব-রথী হে আলোক-চক্রপাল।
অকল ভুবনে বিচরমান, চরাচরে সম-দৃষ্টিজ্ঞান
পূর্ণ করিছ শস্য-বিভবে ধরণী অনাদি কাল!
দিবস-রাত্রি-যোগদাতা, কল্যাণ-নব জীবনধাতা
নমো নমো নমো বিশ্ববন্দ্য শুভ্র অংশুমাল।

(৭)

দ্যুমৎসেন।
এলেম যখন গোপন গহন বনে
সেদিন প্রভু সেনেছিলেম মনে—
ঘরছাড়া এই পথের'পরে
স্নেহ-মায়া দেছ ভরে'
তোমার আকাশ-বাতাসে এই বিহগ-কুজনে!
তবু এ মন কিসের আশায়
ঘরের পানে ফিরে তাকায়—
ধরা দিতে চায় সে আবার বাসনা-বন্ধনে।

(৮)

নারদ।
পুরুষ সুন্দর নটবর শেখর
অনিন্দ্য সুমোহন ঠাম!
মানস বিমোহন নয়ন-নিরঞ্জন
বরণ নবোজ্জ্বল শ্যাম!
কোমল কালো ঘন মনোহর দুনয়ন
আকুলিত প্রাণ-মন
উছলিত ত্রিভুবন হরষে!
আঁখি বরষে!
চাহি দরশন তব অভিরাম!

(৯)

সমবেত।
বাজো, বাজো রে শঙ্খ বাজো!
ফুল-চন্দন গন্ধ-ভূষণে সাজো বর-বধূ সাজো!
জ্যোতির্ম্ময় পুণ্য করমে অটল চিত্ত মানব-ধরমে
সঙ্কটে-সুখে রহো জাগ্রত চির-আনন্দে রাজো!

(১০)

জয়া।
স্নেহের পরশে মা তোর
দেখি সারা ভুবন ভরা—
ফুলের হাসি, পাখীর গান,
এই আলো-বাতাস বেদন-হরা!
ছুঁয়ে বুকের কূলে কূলে,
মায়ার নদী বইছে দুলে—
আকাশ-ঝরা সুধার সরস,
মধুর মধু বসুন্ধরা!

(১১)

সামগান :

একো' বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তদাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধতি কামান্।
তদাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

(১২)

জয়া।

জীবন-ধারা —
হিল্লোলে উল্লাসে বহে জীবন-ধারা।
রঙ্গে তুলি কলধ্বনি আশায় ভরা জাগরণী,
তরঙ্গে বয় দিকে দিকে আকুল-পারা!
সুর-অমরার উৎস হতে
বইছে ধারা বইছে স্রোতে —
চূর্ণ করি মরণ-গিরির শঙ্কা-তিমির পাষাণ-কারা!

(১৩)

নারদ।

কমলাপতি জয় দেব-দেব বাণীশ গোলোকবিহ
সবিতৃমণ্ডল-আসীন নারায়ণ শঙ্খচক্রধারী!
কনক-কেয়ূর-কুণ্ডলী, জয়!
সহস্রশির পুরুষ জ্যোতির্ম্ম
ত্রিলোকনাথ কমল-আসন জয় সত্যমঙ্গলচারী

(১৪)

দ্যুমৎসেন।

মনের আলো নিভে এলো ঘনায় অন্ধকার!
আকাশে কার কাঁদন জাগে—জাগে হাহাকা
কত কথা যাই যে ভুলে —
আকুল পরাণ উঠলো দুলে
বাতাস আজি পরশ-হারা,
বুকে ব্যথা—বেদন-ভার।

(১৫)

জয়া।

ঘোর তিমির-ঘন রাত্রি!
রুদ্র প্রভঞ্জন অশনি-গর্জ্জন—
চঞ্চল-চল ভূমি জীবকুলধাত্রী।
প্রমত্ত-তাণ্ডবে নাচে মহাকাল,
ঘূর্ণিত ত্রিনয়ন লটপট জটাজাল
কম্পিত ভয়-ভীত সচকিত যাত্রী!

EAST INDIA FILM COMPANY'S

TALKIE SUCCESSES NOW AVAILABLE FOR BOOKING

JAMUNA PULINEY (Bengalee) ...	... *Sabita Devi, Angur Bala, Indu Bala, Dhiraj Bhattacharya.*
RAMAYANA (Tamil) ... (The film that broke all records in Tamil Nad)	... *T. P. Rajalakshmi, M. Rangaswamy Naidu, T. S. Mani, etc.*
SAVITRI (Telegu) ... (The talkie that smashed all silent and Talkie records in South India).	... *Ramatilakam, Nidumukkala Subbarao, Parupalli Satyanarayana, Gaggayya, etc.*
KING FOR A DAY (Urdu) ...	... *Akhtari, Athar, Bachan, Mazhar Khan, Radha, Sabita Debi, etc.*
RADHA-KRISHNA (Hindi) ...	... *Sabita Devi, Angur Bala, Indu Bala, Dhiraj Bhattacharya.*
NAL-DAMAYANTI (Hindi) ...	... *Mukhtar Begum, Akhtari, Bachan, Athar, Mazhar Khan, Narbada Shankar.*
RAMA-DASS (Telugu ...	... *Arani Satyanarayana, Ghantasala Radhakrishniah of Nellore, Nellore Nagaraja Rao*
AURAT-KA-PYAR (Urdu) ...	... *Mukhtar Begum, Bachan, Mazhar Khan, Athar, Anwari, etc.*
CHANDRA-GUPTA (Hindi) ...	... *Sabita Devi, Gul Hamid, Nazir Ahmad, Mazhar Khan, etc.*
MUMTAZ-BEGUM (Urdu) ...	... *Akhtari, Anwari, Mazhar Khan, Athar, Bachan, Pehlwan,—Gul Hamid, etc.*
SAVITRI (Bengali) ...	... *Shanti-Gupta, K. C. Dey (Blind Singer), Jiban Ganguly, Tara Sundari, Raj Laxmi (Khendi) etc.*

FORTHCOMING RELEASES.

PRAHLAD (Tamil)	... *P. Saradambal (Golden Company), Master Krishna Moorthy of Suguna Vilasa Sabha of Madras, Srinivasa Bhagavathar of Samburvadagarai, etc.*
KISMAT-KI-KASAUTI (Urdu) ...	... *Khalil, Nurjehan, Iqbal, K. C. Dey (Blind Singer), etc., etc.*

Direction by Mr. PESSI KARANI (The well-known Bombay Director).

AB-E-HAYAT (Urdu) ... ... *With a very Strong Cast.*
RUMELA (Tentative) (Urdu) ... ... *Do. Do*

GOOD NEWS!

The renowned Director DEVAKI KUMAR BOSE, Director of "Chandi-Dass" and "Puran Bhakt" fame has joined The East India Film Company.

LOOK OUT FOR HIS

FIRST SUPER-TALKIE UNDER E. I. F. BANNER!

Sole Distributors :

RAI BAHADUR HURDUTROY MOTILALL CHAMRIA

178, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

The International Press, Calcutta.